Special Lecture
on
Climate Change-Impact on Mangrove Forest of Sundarban, West Bengal

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

AI QUAD CAMERA
Shot on realme 5

INDIA BEACONS SOJOURN

Burir DabriKhal
বুড়ির ডাব্রী
খাল
সুন্দরবন বাঘ্র প্রকল্প

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

সবুজায়ন ও নারীর
স্বাস্থ্য সহায়তা
আয়োজক- পূর্বাশা ইকো-
সোসাইটি
স্থান- চরঘেরি,
তারিখ- ২৪ ও
আমাদের কর্মসূচি-
১) সারা
২) নারীদের
৩) চোখ ও
সহযোগিতায়-
ভূগোল ও পরিবেশ.
সংকল্প. নেচার ক্লাব

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

পূর্বাশা
Purbasha Rural Child Education
Sundarban

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

বনের গোসাবা দ্বীপে পদব্রজে
সামাজিক প্রকল্প
ডিসেম্বর, ২০১৮
আয়োজনে:-
পূর্বাশা ইকো-হেল্পলাইন সোসাইটি, ভূগোল ও পরিবেশ

M.B. PURBASHA
সুন্দরবনে ভাসমান রক্তদান উৎসব
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

এই সময়

বাদাবন বাঁচাতে লড়ছেন ম্যানগ্রোভ ম্যান

তাপস প্রামাণিক

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে ১০ বছর ধরে লড়াই করছেন এক ভূগোলের শিক্ষক। নদীর জলে ভেসে আসা ম্যানগ্রোভের বীজ সংগ্রহ করে লক্ষাধিক চারাগাছ তৈরি করেছেন উমাশঙ্কর মণ্ডল। সেই ম্যানগ্রোভ উম্পুনের তাণ্ডব থেকে অনেক গ্রামকে বাঁচিয়েছে, তবে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়নি। ঘর-বাড়ি হারিয়ে আকাশের নীচে দিন কাটিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। সেই সব দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করছেন সুন্দরবনের এই 'ম্যানগ্রোভ ম্যান'। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসংখ্য অচেনা মানুষ।

গোসাবার সাতজেলিয়া দ্বীপের চরঘেরির বাসিন্দা উমাশঙ্কর বড় হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার ঠিক পাশেই তাঁর বাড়ি। কর্মসূত্রে থাকেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। সেখানকার একটি স্কুলে ভূগোলের শিক্ষকতা করেন। তাঁর স্ত্রীও স্কুলের শিক্ষিকা। বাইরে থাকলেও গ্রামকে ভোলেননি। সুন্দরবনের বাসিন্দা ও ভূগোলের ছাত্র হিসেবে বুঝেছিলেন, বাদাবনের মানুষকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ম্যানগ্রোভই। এ রাজ্যে যত ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে তার প্রথম ধাক্কা সামাল দিয়েছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য। টাকার লোভে সেই ম্যানগ্রোভ চুরি করছে চোরাকারবারিরা। ম্যানগ্রোভ কমে যাওয়ায় অরক্ষিত হয়ে পড়ছে সুন্দরবনের বহু জনপদ। আয়লায় প্রথম সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ঝড়ের হাত থেকে সুন্দরবনের মানুষকে বাঁচাতে নিজের উদ্যোগে ম্যানগ্রোভের চারা লাগানোর কাজ শুরু করেন। তাতে এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও সামিল হয়। এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই।

উমাশঙ্কর বলেন, 'আয়লার পর চরঘেরির আশপাশে বাইন, গরান প্রভৃতি ম্যানগ্রোভের চারা লাগানোর কাজ শুরু করি। নদীতে অনেক ম্যানগ্রোভের বীজ ভেসে আসে। গ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে সেটা সংগ্রহ করা হয়। তারপর নদীর পাশে পুঁতে দেওয়া হয়। তা থেকেই ম্যানগ্রোভের চারা তৈরি হয়। এ ভাবে গত ১০ বছরে প্রায় ৬ লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা তৈরি করেছি।' উমাশঙ্কর জানান, গ্রামের লোকজন ছাড়াও এখন অনেক স্কুলের পড়ুয়াও ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক মানুষ এর জন্য অর্থ সাহায্য করছেন। আয়লার সময় ম্যানগ্রোভ ছিল না। তাই বাঁধ ভেঙে গ্রামে নোনা জল ঢুকে গিয়েছিল। উম্পুনের গতিবেগ বেশি হলেও ম্যানগ্রোভ থাকায় ততটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ম্যানগ্রোভ ছিল বলেই বাঁধটা হয়তো রক্ষা পেয়েছে।

এ ভাবেই স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে চলেছিল ম্যানগ্রোভ রোপণ — এই সময়

মিলছে সাহায্য

ম্যানগ্রোভ রক্ষার লড়াইয়ের পাশাপাশি উম্পুনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্রাউড ফান্ডিং করেছেন উমাশঙ্কর। খোলা হয়েছে অ্যাকাউন্ট। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অনেকেই। কেউ পোশাক সংগ্রহ করছেন। কেউ আবার নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন।

বিশ্বভারতীর ভূগোলের অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি অনেক বার পড়ুয়াদের নিয়ে চরঘেরি গিয়েছি। নিজের হাতে ম্যানগ্রোভের চারা পুঁতেছি। উম্পুনে এলাকার অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ওঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উমাশঙ্কর যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে আমি যতটা পারছি সাহায্য করছি।'

টালিগঞ্জের নৃপেন্দ্রনাথ স্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা সায়ন্তনী দাস বসু বলেন, 'উমাশঙ্কর অনেক বছর ধরেই ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর কাজ করছে। আমার স্কুলের মেয়েদেরও সেটা দেখিয়ে এনেছি। উম্পুনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য আমার মতো অনেকেই এগিয়ে আসছে।' তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী, শ্যামবাজারের বাসিন্দা দীপঙ্কর বিশ্বাস বলেন, 'সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ রক্ষার পাশাপাশি উমাশঙ্করের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুন্দরবনের গরিব ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা দিয়ে সাহায্য করি আমরা। পাশাপাশি পোশাক সংগ্রহ করেও পাঠাই আমরা।'

আনন্দবাজার পত্রিকা

ম্যানগ্রোভ লাগালে মিলছে কম্বল

চলছে ম্যানগ্রোভ রোপণ। নিজস্ব চিত্র।

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৮ ডিসেম্বর, ২০২০
শেষ আপডেট: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২০

ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করলেই মিলছে শীতের কম্বল। ম্যানগ্রোভ রোপণে মানুষকে উৎসাহিত করতে এমন পরিকল্পনা নিয়েছে দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই দুই সংস্থার উদ্যোগে গত রবিবার থেকে এই সুন্দরবনে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সংস্থার দাবি, অনেকেই ম্যানগ্রোভ লাগাতে উৎসাহিত হচ্ছেন। পাশাপাশি সুন্দরবনবাসীকে চাষাবাদের কাজে সাহায্যও করছে ওই সংস্থা।

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাঁচাতে এই ম্যানগ্রোভের বড় ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবনে ২৬টি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ গোটা বনাঞ্চল ঘিরে রেখেছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সেই সঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ঝঞ্ঝার সামনে উঁচু প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় সুন্দরবনের এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক উমাশঙ্কর মণ্ডল বলেন, "যে ভাবে প্রতিদিন জঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে তাতে করে সুন্দরবনের সমূহ বিপদ। সুন্দরবনকে বাঁচাতে হলে ম্যানগ্রোভ লাগানো অত্যন্ত জরুরি। আমরা পর্যায়ক্রমে ম্যানগ্রোভ রোপণ কর্মসূচি নিয়েছি। সেইসঙ্গে দ্বীপ এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতির দিকেও জোর দিচ্ছি। অনেকেই উৎসাহিত হয়ে এই কর্মযজ্ঞে সামিল হচ্ছেন।"

বাদাবনের পরিবেশ-ভারসাম্য অটুট রাখতে সচেষ্ট 'ম্যানগ্রোভ ম্যান'

প্রসেনজিৎ সাহা

গোসাবা

এক সময়ে দিনের পর দিন জমিতে ভেড়ি তৈরির জন্য কেটে ফেলা হয়েছিল ম্যানগ্রোভ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ক্ষতির মুখে পড়েছে সুন্দরবনের অন্যতম শোভা ম্যানগ্রোভ। তাই সুন্দরবনকে বাঁচাতে বছরের পর বছর নিজের প্রচেষ্টায় বাদাবন তৈরির লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক উমাশঙ্কর মণ্ডল।

আয়লার পর থেকেই নিজের বাসস্থান, গোসাবার সাতজেলিয়া পঞ্চায়েতের চরঘেরিকে বাঁচাতে গোমর নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু দিনে দিনে আশেপাশের সোনাগাঁ, কচুখালি এলাকাতেও তৈরি করে ফেলেছেন ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। দীর্ঘ বারো বছরে প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষের বেশি ম্যানগ্রোভ রোপণ করে উমাশঙ্কর মণ্ডল আজ সুন্দরবনের 'ম্যানগ্রোভ ম্যান' নামে পরিচিত।

২০০৪ সালে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের এক হাইস্কুলে ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন উমাশঙ্কর। সব ঠিকই চলছিল, কিন্তু ২০০৯ সালে সুন্দরবনে আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড় আয়লার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার নদীবাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়। তবে যেখানে নদীবাঁধের পাশে ম্যানগ্রোভের বন ছিল সেখানকার বাঁধ রক্ষা পেয়েছিল সে বার। ভূগোলের এই শিক্ষক তখনই উপলব্ধি করেছিলেন ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব। সুন্দরবনকে বাঁচাতে এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন থেকেই নিজেদের গ্রামের নদীর চরে শুরু করেন ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ। স্কুলের ছুটির ফাঁকে গ্রামের বাড়িতে এসে এলাকার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজে। এ কাজে পাশে পান স্ত্রী প্রণতিকে।

প্রথমে জোয়ারের জলে ভেসে আসা ম্যানগ্রোভের বীজ গ্রামের মহিলাদের দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সেই বীজ লাগানো হয় নদীর চরে। সেখান থেকে গাছ দুটো পাতা হলে তা তুলে নিয়ে সারা বছর ধরেই এলাকার বিভিন্ন নদীর চরে লাগানো হয়। গ্রামের মহিলাদের এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন উমাশঙ্কর।

গ্রামের যে মহিলারা ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু কানাকড়ি টাকা পয়সার বিনিময়ে করছেন না। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী শাড়ি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, বিভিন্ন ধরনের খাবার ও খাদ্যের বীজ, ছুড়ি, চাল, পড়ুয়াদের জন্য বই-খাতা ইত্যাদি তাঁদের দেওয়া হয় পারিশ্রমিক হিসেবে।

উমাশঙ্কর বলেন, "আয়লার পরে চরঘেরির আশপাশে বাইন, গরান প্রভৃতি ম্যানগ্রোভের চারা লাগানোর কাজ শুরু করি। নদীতে অনেক ম্যানগ্রোভের বীজ ভেসে আসে। গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে সেটা সংগ্রহ করি। তারপর নদীর পাশে পুঁতে দেওয়া হয় সেই বীজ। তা থেকেই ম্যানগ্রোভের চারা তৈরি হয়। এ ভাবেই বিগত প্রায় বারো বছরে সাড়ে ছ'লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা তৈরি করতে পেরেছি।"

প্রথম প্রথম এ কাজ করতে অসুবিধা হলেও বর্তমানে অনেকেই ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজে হাত লাগিয়েছেন। গ্রামবাসী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারাও উৎসাহ পেয়েছেন বাদাবন তৈরিতে। উমাশঙ্করের এই কাজে এগিয়ে এসেছেন তাঁর পরিচিত স্কুল-শিক্ষক, শিক্ষিকারা সহ বহু মানুষ। ঘূর্ণিঝড় আমপান ও ইয়াসের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে ম্যানগ্রোভ রোপণের বার্তা দিয়েছেন জেলা প্রশাসনকে, সেখানে উমাশঙ্করের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র বলেন, "এই শিক্ষক গ্রামের মহিলাদের নিয়ে এলাকায় বিভিন্ন নদীর চরে ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছেন অনেকদিন ধরে। এটা ভাল উদ্যোগ। সকলকেই সুন্দরবন রক্ষার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।"

■ **হাতে-কলমে:** নদীর চরে ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করছেন গ্রামের মহিলারা, তাঁদের সঙ্গে উমাশঙ্কর মণ্ডল। নিজস্ব চিত্র

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৬ পৌষ ১৪২৭ শনিবার ৪.০০ টাকা 19 December 2020 Saturday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংবাদ http://www.uttarbangasambad.in MLD

জনমত

সমাজসেবার সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার অপূর্ব মেলবন্ধন

আমরা সকলেই জানি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। কেননা, সাধারণ বনাঞ্চলের তুলনায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বেশি মাত্রায় কার্বন শোষণ করতে সক্ষম। তবে শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করাই নয়, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রাচীর হিসেবে অবস্থান করছে। এছাড়া ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্যের বিশেষ আধার রূপে পরিগণিত। সম্প্রতি আমপান এবং তার আগে বুলবুল নামক ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে পূর্বানুমানের তুলনায় অনেকটাই কম ক্ষতি হয়েছিল, শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের শিকড়ে অসামান্য জোরের কারণে।

ম্যানগ্রোভ গাছের ফলের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে, যা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোথিত হয়ে শিকড় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভূমিক্ষয় রোধ করতেও এসব গাছের তুলনা হয় না। সুন্দরবন এলাকায় শতাধিক গাছের মধ্যে অন্তত ২৮ রকমের গাছ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির, যা গোটা বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ঝঞ্ঝার সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় সুন্দরবনের এই বাদাবন। তাই প্রকৃতির এই অপরূপ সৃষ্টিকে রক্ষা করতে স্থানীয় সমাজসেবী সংস্থা পূর্বাশা ইকো হেল্পলাইন সোসাইটি ও জেনেক্স ফাউন্ডেশন অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। তারা কমিউনিটি বেসড ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টেশন এবং এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচির অধীনে সুন্দরবনের স্থানীয় দুঃস্থ বাসিন্দাদের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের চারা বিলি ও রোপণ করার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় শীতের কম্বল দেওয়া শুরু করেছে। সেই সঙ্গে পরিবারের বাচ্চাদের শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ যেমন, খাতা, বই, পেন্সিল ইত্যাদি বিতরণ করছে। পরিবেশরক্ষা এবং সমাজসেবার উদ্দেশ্যে গৃহীত এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া দ্বীপের চরঘেরি, পরশমণি ও সোনাগা অঞ্চলে নেওয়া হয়েছে। সচরাচর সমাজসেবা ও পরিবেশরক্ষা– দুটো মহৎ কাজ একসঙ্গে চোখে পড়ে না। তাই সমাজসেবার সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার এই অভূতপূর্ব সুন্দর ও অভিনব যৌথ উদ্যোগকে সাধুবাদ ও কুর্নিশ জানাতেই হয়।

সজল মজুমদার
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

২১ ডিসেম্বর, ২০২০ | সোমবার | ৫ পৌষ, ১৪২৭ | ৫ জমাদিউল আওয়াল, ১৪৪২ হিজরি

ছুটি কলম

বিপর্যয় থেকে সুন্দরবনের মানুষকে বাঁচাতে ছ'লক্ষ ম্যানগ্রোভ রোপণ শিক্ষক উমাশঙ্করের

সুজাউদ্দিন গাজী, বাসন্তী

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে ১৩ বছর ধরে লড়াই করছেন এক ভূগোলের শিক্ষক। নদীর জলে ভেসে আসা ম্যানগ্রোভের বীজ সংগ্রহ করেন। তা থেকে ছ'লক্ষ চারা তৈরি করে রোপণ করেছেন উমাশঙ্কর মণ্ডল। সেই ম্যানগ্রোভ আমফানে অনেক গ্রাম বাঁচালেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়নি। ঘরবাড়ি হারিয়ে আকাশের নিচে দিন কাটিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। সেইসব দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ করেছেন উমাশঙ্কর মণ্ডল। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসংখ্য অচেনা মানুষ।

গোসাবার সাতজেলিয়া দ্বীপের চরঘেরি বাসিন্দা উমাশঙ্কর বড় হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার ঠিক পাশেই তাঁর বাড়ি। কর্মসূত্রে থাকেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। সেখানকার একটি স্কুলে ভূগোলের শিক্ষকতা করেন। তাঁর স্ত্রীও স্কুলের শিক্ষিকা। বাইরে থাকলেও গ্রামকে ভোলেননি। সুন্দরবনের বাসিন্দা ও ভূগোলের ছাত্র হিসাবে বুকে ছিলেন বাদাবনের মানুষকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ম্যানগ্রোভই। এ রাজ্যে যত ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে তার প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়েছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য। টাকার লোভে সেই ম্যানগ্রোভ চুরি করছে চোরাকারবারিরা। ম্যানগ্রোভ কমে যাওয়ায় অরক্ষিত হয়ে পড়ছে সুন্দরবনের বহু জনপদ। আয়লায় প্রথম তা টের পাওয়া গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ঝড়ের হাত থেকে সুন্দরবনের মানুষকে বাঁচাতে নিজের উদ্যোগে ম্যানগ্রোভের চারা লাগানোর কাজ শুরু করেন।

উমাশঙ্কর বলেন, 'আয়লার পর চরঘেরির আশপাশে বাইন, গরান প্রভৃতি ম্যানগ্রোভ চারা লাগানোর কাজ শুরু করি। নদীতে অনেক ম্যানগ্রোভের বীজ ভেসে আসে। তা থেকে চারা তৈরি করি। এভাবে গত ১০ বছরে প্রায় ছ'লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা তৈরি করে রোপণ করেছি।' উমাশঙ্কর আরও জানান, 'গ্রামের লোকজন ছাড়াও এখন অনেক স্কুলের পড়ুয়াও ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক মানুষ এর জন্য অর্থ-সাহায্য করছেন। আমফানের সময় ম্যানগ্রোভ ছিল না। তাই বাঁধ ভেঙে গ্রামে নোনা জল ঢুকে গিয়েছিল। ম্যানগ্রোভ রক্ষার লড়াইয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্রাউড ফান্ডিং করেছি। খোলা হয়েছে অ্যাকাউন্ট।'

বিশ্বভারতীর ভূগোলের অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি অনেক বার পড়ুয়াদের নিয়ে সুন্দরবনের মানুষকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে যে উদ্যোগ উমাশঙ্কর নিয়েছেন হাতে যতটা পেরেছি সাহায্য করেছি।'

তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মী শ্যামবাজারের বাসিন্দা দীপঙ্কর বিশ্বাস বলেন, 'সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ রক্ষার পাশাপাশি উমাশঙ্করের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করব।'

The Telegraph

32 PAGES CALCUTTA MONDAY 26 JULY 2021 Rs 4.00 XXCL www.telegraphindia.com

Aila lesson makes teacher 'Mangrove Man'

SNEHAMOY CHAKRABORTY

Gosaba: Umashankar Mandal, 40, hails from a remote island in the Sunderbans and is a geography teacher at a Murshidabad high school.

Over the past decade, he earned the moniker of "Mangrove Man" for the 12-year-long tree plantation drive he started in the area following the devastation caused by Cyclone Aila in 2009.

Mandal, residents of the area admiringly say, planted over 6.5 lakh saplings with help of 135 associates on the embankments of the rivers of two islands — Gosaba and Satjelia. Local residents say they have grown to consider the tree cover as a "shield" for their lives, that was proved true during Cyclone Amphan last year and Cyclone Yaas recently.

"Aila gave us a lesson. I can't forget it. It was May 25, 2009, when I, along with a few friends, placed ourselves behind the breached embankment to save our village from being flooded. But we failed to save the homes and properties as the river water was mightier than our efforts. My mud house collapsed and almost all the villagers became homeless, which led me to think about a permanent solution. As a student of geography, I was sure that mangrove plantation was the one and only remedy," said Mandal, days before the International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem on July 26.

The villagers think even recent initiatives by the state government, especially those by chief minister Mamata Banerjee, in undertaking large-scale mangrove plantation drives in the Sunderbans is in recognition of the good work initiated by Mandal a decade ago.

"Embankments were breached at hundreds of points because of the rise in water levels during Yaas. Several areas were washed away as saline water had entered the villages after breaching the embankments. We did not suffer from such a large crisis during Yaas. We were saved as the saplings we planted 10 years ago had become a dense mangrove forest along river embankments," said Kumaresh Mandal, a resident of Lahiripur in Gosaba.

Umashankar Mandal during the mangrove plantation drive at Changheri village near Gosaba

Bankim Hazra, Sunderbans affairs minister, said Mandal had been working silently with the help of the villagers for the past 12 years and Hazra's department was planning to felicitate him sometime this year for his extraordinary work.

"I came to know about the geography teacher and his initiative a few months ago. I have not personally met him but have heard from district officials about his initiative," said Hazra, the minister.

According to Mandal, a lack of awareness had caused mangroves to be cut off, combined with absence of administrative care and attention towards these natural barriers on the islands in South 24-Parganas.

The journey he started was not easy. In 2009, Mandal took out a personal loan of Rs 3 lakh to hire staff for the plantation.

"Primarily, I was alone in starting the initiative. I used to collect the seeds of mangrove trees floating in the river by boat. Then, I would plant them along the embankments. If I planted a hundred saplings, not more than 50 per cent could survive," said Mandal, the teacher of Jangipur High School in Murshidabad.

Recently, he had set up a platform namely 'Purbasha' to bring more people under the umbrella of the plantation drive.

The solo campaign of Mandal has now become a team effort after local residents began realising the importance of his work within a few years. "It was like a movement. People from different villages started raising questions as to why they would provide free labour to plant the trees. It was my luck that a few of my friends and relatives joined me in the drive and convinced the villagers," he said.

এই সময়
রাজনৈতিক সংবাদ ও আপডেটেড খবরে No.1*
সংবাদপত্র
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI
২৬ ভাদ্র ১৪২৮ রবিবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ শহর সংস্করণ ৫ টাকা ২০ পাতা কলকাতা

পুজোয় নতুন পোশাক, শপথ ম্যানগ্রোভ রোপণের

তাপস প্রামাণিক

বাদাবনে লাগানো হচ্ছে নতুন ম্যানগ্রোভের চারা —এই সময়

ম্যানগ্রোভ লাগালে মিলবে পুজোয় নতুন পোশাক। ঘন-ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে অভিনব এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন একদল পরিবেশপ্রেমী। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন খড়্গপুর আইআইটি-র গবেষক, কলকাতার নামী কলেজের অধ্যাপক থেকে শুরু করে বিভিন্ন জগতের মানুষজন।

মাত্র কয়েক মাস আগে উম্পুন ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো সুন্দরবন। নদীর বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ঘড়বাড়ি। নষ্ট হয় জমির ফসল। ভূমিক্ষয়ের কারণে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বহু জনপদ। বিপন্ন সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুন্দরবনকে ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং ভূমিক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ম্যানগ্রোভ। তাই সুন্দরবনের অসহায় মানুষদের হাতে পুজোয় নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ লাগানোর সঙ্কল্প নিয়েছেন একদল পরিবেশপ্রেমী।

উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার ২ থেকে ১০ বছরের বাচ্চাদের হাতে নতুন জামা তুলে দেওয়া হবে। তার সঙ্গে মোট ৩৫০ জন বাঘ-বিধবার হাতেও নতুন শাড়ি তুলে দেবেন তাঁরা। পুজোর এই উপহারের সঙ্গেই একটা ছোট্ট বার্তা রাখতে চাইছেন তাঁরা। সেটা হলো, উপহার-প্রাপকদের প্রত্যেককে ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করতে হবে এবং বাদাবন রক্ষার শপথ নিতে হবে। যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে নিজেরাই এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যান।

এই পরিকল্পনার পিছনে রয়েছেন সুন্দরবনের 'ম্যানগ্রোভ ম্যান' বলে পরিচিত ভূগোলের শিক্ষক উমাশঙ্কর মণ্ডল। বর্তমানে মুর্শিদাবাদের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করলেও তিনি বড় হয়েছেন গোসাবার প্রত্যন্ত দ্বীপে। দীর্ঘ দিন ধরে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর লড়াই চালাচ্ছেন। ম্যানগ্রোভের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন শহরের বহু মানুষ। উমাশঙ্করের কথায়, 'সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ লাগানোর অনেক চেষ্টা হলেও সেটা খুব ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তার জন্য এলাকার মানুষকে সবার আগে সামিল করা দরকার। আমরা সেই কাজটা বেশি করে করার চেষ্টা করছি। পুজোয় নতুন পোশাক পাওয়ার সঙ্গেই তাঁরা বাদাবনের গুরুত্বটা বুঝতে শিখবেন। দেখে ভালো লাগছে, খড়্গপুর আইআইটি-র গবেষকদের মতো শহরের বহু মানুষ এই উদ্যোগে সামিল হতে চাইছেন।'

খড়্গপুর আইআইটি-র কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষক বেহালার বাসিন্দা বিশ্বরূপ মণ্ডল বলেন, 'পুজোর পোশাকের সঙ্গে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের চারা বসানোর যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেটা খুবই ইতিবাচক বলে মনে হয়েছে। 'ভিশন প্রবাহ' নামে আমাদের একটা নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। আমরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করি। আমাদের সংগঠনে মোট ২০ জন গবেষক এবং অধ্যাপক রয়েছেন। আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি, পুজোর উপহারের বিনিময়ে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ লাগানোর অভিযানে সামিল হবো।'

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বেথুন কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধান সুমিতা মুখোপাধ্যায়ও। তিনি দীর্ঘ দিন ধরেই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে এবং সুন্দরবনের গরিব মহিলাদের নিয়ে কাজ করছেন। 'পথের সাথী' নামে তাঁর একটি সংস্থাও রয়েছে। তিনি বলেন, 'সুন্দরবনের অবস্থা তো আমরা সকলেই জানি। একটার পর একটা দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। তার একটা বড় কারণ হলো, ম্যানগ্রোভ ধ্বংস। প্রত্যেকটা গাছই নারী। প্রকৃতিকে রক্ষা করার দায়টা আমাদেরই। তাই আমরা এই কাজে যুক্ত হয়েছি।'

GROUP IN SUNDERBANS TO PLANT MANGROVES

IIT students with green thumb

SNEHAMOY CHAKRABORTY

IIT-Kharagpur students on Friday plant mangroves at Parashmani village in the Sunderbans's Satjelia island, along with local women. Picture by Hadaytulla Purkait

Bolpur: A group of students from IIT-Kharagpur planted 10,000 saplings of mangroves at a village in Satjelia island of the Sunderbans, which had suffered damage during Cyclone Yaas this year in May.

For this venture, the students raised money through crowdfunding online.

The students, mostly research scholars of various departments of the IIT, said they chose a place in a remote island of Gosaba in the Sunderbans as the area was severely affected by Yaas, which hit the Bengal coast.

Sources said around 30 students of the IIT had formed a platform named Vision-Prabaha to focus on the environment and help people hit by natural calamities.

In the aftermath of Yaas, the group of students also helped out people in two affected islands, Ghoramari and Kumirmari of South 24-Parganas.

"During our visit to this region after Yaas, we understood that we have to work towards a permanent solution. Then we came to know about Umashankar Mondal, geography teacher and activist who has been planting mangroves since Cyclone Aila (in 2009), and we were inspired by him. We planted 10,000 saplings for now and want to ramp it up in the future," said Biswarup Mondal, a research scholar in chemical engineering of IIT-Kharagpur.

Biswarup, accompanied by three other research scholars Saptarshi Kumar Lahiri of civil engineering, Bijan Kumar Das of the Centre for Ocean, River, Atmosphere and Land (CORAL) sciences and Atanoka Paul of chemistry went to the Sunderbans on Friday for the task with the help of local people, mainly women, in and around Parashmani village under Lahiripur gram panchayat of Gosaba. This region falls under Satjelia island.

The students planted three types of mangroves, locally known as *byne* (*Avicennia alba*), *kankra* (*Bruguiera gymnorrhiza*), and *garan* (*Ceriops decandra*), over a stretch of two hectares by the banks of the Garal river in the area.

The students said they had purchased the 10,000 saplings for around Rs 70,000 from a nursery and carried them on a hired boat to reach the remote village of Satjelia.

"We took help of a crowdfunding platform online, besides contributions from our friends and well-wishers. We have plans to continue the drive. We are the four who went physically to participate in the plantation, but the rest are with us, always," said one of the four students.

Umashankar, a geography teacher and mangrove activist who earned the soubriquet "Mangrove Man" for his contribution of 12 years in mangrove plantation, guided the group to get people for plantation and arrange the saplings.

He also raised funds from various organisations to distribute new clothes among over 1,000 women and children in the Sunderbans, who had actively participated in the mangrove plantation with him after Yaas.

"I thought we should give some gifts to these who planted mangroves voluntarily with me the entire year. I am happy that students from institutions like IIT-Kharagpur came up to participate in mangrove plantation to save the habitat of these remotest pockets of the Sunderbans," he said.

কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর থেকে একযোগে প্রকাশিত

গণশক্তি

৫৫ বর্ষ, ২৪১তম সংখ্যা ■ কলকাতা ■ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১, ১৮ ভাদ্র, ১৪২৮, শনিবার ■ ৫ টাকা ■ এক ■

সুন্দরবনের চরে দু'হাজার ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ

সুন্দরবনের বাদাবনে ম্যানগ্রোভের চারা পোঁতা হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ দুর্গাপুর, ৩ সেপ্টেম্বর– অনন্য নজির তৈরি করলেন দুর্গাপুরের মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল থেকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হলো। 'বাঁচাতে বাদাবন চলো যাই সুন্দরবন' ডাক দিয়ে অভিযাত্রীরা দুর্গাপুর থেকে সুন্দরবন ছিলেন ২৭-২৯ আগস্ট। সংখ্যায় ২৮ জন। তার আগেই যোগাযোগ করে নেওয়া হয়েছিল বাদাবনের ম্যানগ্রোভ ম্যান শিক্ষক উমাশঙ্কর মণ্ডলের সঙ্গে। পরশমণি গ্রামের সামনে গড়াল নদীর চরে দুই হাজার ম্যানগ্রোভের চারা পুঁতেছেন দুর্গাপুর মাউন্টেনিয়ারিং-এর অভিযাত্রীরা।

মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বব্রত কুমার বলেন, সুন্দরবন রক্ষার জন্য ম্যানগ্রোভ জরুরি বলে জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবনের অধিবাসীদের জন্য দুর্গাপুর থেকে ত্রাণ গেছে। দুই হাজার ম্যানগ্রোভের চারা কেনার জন্য দুর্গাপুরের বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তি আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। বিশ্বব্রত কুমার উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, সুন্দরবনে দ্বীপ, চর ক্রমশ ছোট হচ্ছে। অর্থলোভী মহল চরদ্বীপের জমি কেটে মাছভেড়ি করছে। কাটা পড়ছে ম্যানগ্রোভ। পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট করে বিশাল একটি চক্রান্ত হচ্ছে সন্দেশখালির দিকে। এখানে যেমন কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, লোহা মাফিয়া। সুন্দরবনেও তেমন চর-ভেড়িকে কেন্দ্র করে মাফিয়ারাজ চলছে।

সুন্দরবনের গোসাবার বাসিন্দা উমাশঙ্কর মণ্ডল। তিনি পেশায় ভূগোলের শিক্ষক। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ পুঁতে চলেছেন। এ পর্যন্ত দু'লক্ষেরও বেশি ম্যানগ্রোভের চারা লাগিয়েছেন। এই কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবী টিম 'পূর্বাশা' গড়ে তুলেছেন। দেড়'শ মহিলা, ৫০ জন পুরুষ ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। জোয়ারে ভেসে আসা ম্যানগ্রোভের বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। সেগুলিই তারা পুঁতে চলেছেন।

प्रयास | माउंटरिंग एंड एडवेंचर एसोसिएशन का प्रयास, सुंदरवन में दो हजार पौधा लगाया गया

दुर्गापुर से जाकर सुंदरवन में मेनग्रोव पौधे का रोपण

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : कभी आइला, कभी यश या कभी एंफन जैसे चक्रवात के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सुंदरवन के मैनग्रोव को हुआ। जिसे लेकर परिवेश प्रेमियों में चिंता भी व्याप्त है। इस कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मैनग्रोव लगाने पर बल दिया है।

दुर्गापुर के माउंटरिंग एवं एडवेंचर एसोसिएशन की टीम भी तत्पर हुई है। जिन्होंने सुंदरवन में जाकर मैनग्रोव के दो हजार पौधे लगाए। जिसमें सुंदरवन निवसी उमाशंकर मंडल का सहयोग लिया है। जहां नदी के किनारे यह पौधा लगाया गया। एसोसिएशन के विश्वव्रत कुमार ने कहा कि प्रकृति बचाने के लिए हमलोग भी प्रयास करते है। सुंदरवन के साथ संकट के समय खड़ा होने का प्रयास किया है।

ग्लोबल वार्मिंग से पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा है। सुंदरवन को बचाना है तो मैनग्रोव लगाना होगा। नौका पर सवार होकर परशमणि इलाके में जाकर यह पौधा लगाया गया। जिसमें स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। स्थानीय लोगों ने जिस तरह हमलोगों को राहत सामग्री की जरूरत है, उसी तरह मैनग्रोव लगाना भी जरूरी है। उमाशंकर ने कहा कि मैनग्रोव ही सुंदरवन को बचा सकता है। एक दशक से स्थानीय लोगों के सहयोग से छह लाख से अधिक मैनग्रोव लगाया गया है। सभी के प्रयास से इसमें सफलता मिलेगी।

सुंदरवन में दुर्गापुर से जाकर मैनग्रोव का पौधा लगाते युवक ● जागरण

पौधारोपण करते हुए आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभूनाथ झा मारवाड़ी युवा मंच के अभिषेक केडिया,हर्ष खंडेलवाल, नवनीत बागड़ी ● जागरण

বাদাবন লাগান,
সুন্দরবন বাঁচান
পূর্বাশা ইকো-হেল্পলাইন সোসাইটি
চরঘেরী, সুন্দরবন কোস্টাল,
সাতজেলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা- ৭৪৩ ৩৭০
মোবাইল- ৯৭৩২৬৩৩৫১৬

Thank You